যুগান্তর

তারিখ 31 AUG 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ভুয়া সনদে সিটি কলেজে সাড়ে ৮ বছর চাকরি

অভিযুক্ত শিক্ষক বরখাস্ত : মামলার প্রস্তুতি

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর স্বনামধন্য ঢাকা সিটি কলেজ'র এক শিক্ষক ভুয়া সনদে সাড়ে ৮ বছর চাকরি করেছেন। এতদিন তিনি নিজেকে রেজাউল করিম খান নামে পরিচয় দিয়েছেন। তিনি কলেজটির পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধানের দায়িত্বে পর্যন্ত ছিলেন। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এক তদন্তে ঘটনাটি ধরা পড়ে। তার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মামলা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তিনি বর্তমানে গা ঢাকা দিয়েছেন।

অন্যদিকে বিষয়টি অবহিত হওয়ার পর বৃহস্পতিবার সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষও জালিয়াত রেজাউলকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে। শুধু তাই নয়, তারাও রেজাউলের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনে ব্যবস্থা নেয়ার চিন্তাভাবনা করছে বলে জানিয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শাহজাহান খান।

সূত্র জানিয়েছেন, রেজাউল করিম জালিয়াতি করতে গিয়ে তার গোটা পরিচয়ই পাল্টে ফেলেন। এসএসসি থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত তার সব সনদই জাল। এফিডেভিট করে নিজের ও বাবার নাম পরিবর্তন করেছেন।

জালের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে জানা যায়, রেজাউল করিম খান নামে একজন ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১৯৯৬ সালে অনার্স আর ১৯৯৭ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে দেশের একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরির জন্য সনদ জমা দেন। কয়েকদিন পর ওই কোম্পানি থেকে জানানো হয়, তার সনদ হারিয়ে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত নথিতে দেখা যায় সেই হারিয়ে যাওয়া সনদ নিয়েই রেজাউল করিম খান নিজের ও বাপের নাম এফিডেভিটের মাধ্যমে পরিবর্তন ও রেজাউল করিম নাম ধারণ করে প্রথমে দেশের একটি ক্যাডেট কলেজে ও পরে সিটি কলেজে চাকরি করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বাহলুল হক চৌধুরী জানান, সম্প্রতি একটি লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হন তারা। তিনি বলেন, তার দফতরের কর্মকর্তারা এ জন্য প্রায় দেড় মাস কষ্ট করেছেন। কেন্দ্রীয় আর্কাইভে পর্যন্ত যেতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আমজাদ আলী খান জানান, তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিষয়টি সিটি কলেজের অধ্যক্ষকে জানানো হয়েছে। প্রকৃত রেজাউল করিম খান বর্তমানে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনে গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তারা তার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। কিন্তু অধিকতর তদন্তের জন্য ভুয়া রেজাউলকে সিটি কলেজের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বোর্ডে (ডিবি) ডাকা হয়। বৃহস্পতিবার বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তিনি উপস্থিত হননি। শিক্ষক রেজাউল করিমের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে বলেও জানান প্রক্টর। যোগাযোগ করা হলে সিটি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শাহজাহান খান বলেন, বিষয়টি তার কলেজের জন্য লজ্জাজনক ও কলেজের মানসম্মানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তৎকালীন নিয়োগ কর্তারা বিষয়টি ভালোভাবে যাচাই করলে হয়তো এ ধরনের ভুলের ঘটনা ঘটতো না। তারপরও বিষয়টি জানার পর রেজাউল বুধবার পদত্যাগপত্র দেয়ার পরও তা গ্রহণ করা হয়নি। অপেক্ষা করছিলাম বৃহস্পতিবার তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজির হন কিনা। হাজির না হওয়ায় প্রাথমিকভাবে ধরে নেয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্য। তাই সাময়িক বরখাস্ত করে তাকে অভিযোগ জানিয়ে দেয়া হয়েছে। অধ্যক্ষ বলেন, এটা একটি ফৌজদারী অপরাধ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মামলা না করলে তারা মামলা করবেন। তিনি আরও জানান, বিষয়টি গভর্নিং বডির সভায় উত্থাপন করা হবে। তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হবে।